গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-২ অধিশাখা।

**বিষয়ঃ মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী বেহন্দি ও অন্যান্য ক্ষতিকর অবৈধ জাল অপসারণে "বিশেষ কম্বিং অপারেশন" পরিচালনা সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী**

| | |
|---|---|
| সভাপতি | : জনাব মোঃ রইছউল আলম মন্ডল<br>সিনিয়র সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| সভার তারিখ | : ২৪/১২/২০১৯ খ্রি. |
| সময় | : সকাল ১০.০০ ঘটিকায় |
| স্থান | : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ |
| সভার উপস্থিতি | : পরিশিষ্ট "ক" |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল ব্যবহার বন্ধকরণে গত কয়েক বছরে পরিচালিত কম্বিং অপারেশনের সফলতার উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষার মাধ্যমে ইলিশের যে পোনা উৎপাদন হয়, তা জানুয়ারি মাসে ২-৩ ইঞ্চি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে জাটকায় পরিণত হয়। তিনি জানান বিগত কয়েকবছর দেশের অনেক জেলায় বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে নির্বিচারে জাটকাসহ অন্যান্য মাছের পোনা ব্যাপকভাবে চরঘেরা ও বেহন্দি জাল দিয়ে ধরে চাপিল বলে বিক্রি করা হয়। তিনি আরও জানান যে, বিগত কয়েক বছরে সফলভাবে অভিযান বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। তাই তিনি এ বছরও এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের উপর সভায় গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তরকে এ বছরের অবৈধ জাল বন্ধকরণের বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করেন।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর জানান যে, উপকূলীয় জলাশয়ে ১০ মিটারের কম গভীরতায় ক্ষতিকর জালের ব্যবহার বিশেষ করে বেহন্দি জাল, কারেন্ট জাল, মশারী জাল, চট জাল, টং জালের ব্যবহার দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্যসম্পদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। এই মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী কর্মকান্ড বন্ধের লক্ষ্যে বিগত ২০১৬ সাল হতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাটকাসহ অন্যান্য মৎস্যসম্পদ ধ্বংসকারী অবৈধ জাল নির্মূলে প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে এই "বিশেষ কম্বিং অপারেশন" পরিচালিত হয়ে থাকে। ২০১৬ সাল হতে এ অপারেশন চালু হয়। ২০১৬ সালে ৩টি জেলা, ২০১৭ সালে ৫টি জেলা, ২০১৮ সালে ১০টি জেলা এবং ২০১৯ সালে ১১টি জেলায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। তিনি আরো জানান, জানুয়ারী মাস বেহন্দি জাল স্থাপনের (Peak time) সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এই সময়ে অভিযান পরিচালনা করলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। তিনি আরও জানান ২০১৯ সালের অভিযানে ১১টি জেলায় ৪২৪টি মোবাইল কোর্ট, ১২৩৫টি অভিযান, পরিচালনা করে ১৮৮৩টি বেহন্দি জাল, ৮৮.৯১৬ লক্ষ মি. কারেন্ট জাল, ১৭৪৯টি অন্যান্য জাল, ৮.৮২মে. টন জাটকা, ও ৩৮.৮ মে. টন অন্যান্য মাছ আটক করা হয়েছে। এ সময়ে ৫.৮২লক্ষ টাকা অর্থদন্ড ও ৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে।

৩। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সভার এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা শুরু করেন। প্রথমেই কম্বিং অপারেশন পরিচালনার জন্য তারিখ নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি জানান, বিগত বছরের সুপারিশ মতে চলতি সনে ২ ধাপে অভিযান পরিচালনার বিষয়ে মৎস্য অধিদপ্তর থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী ১ম ধাপে ৭ জানুয়ারি হতে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ৭দিন এবং ২য় ধাপ-২১জানুয়ারি হতে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ৮দিনসহ দুই ধাপে মোট ১৫দিন কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করার সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবিত তারিখের বিষয়ে বিভাগীয় মৎস্য কর্মকর্তাগণ এবং প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিএফআরআই একমত পোষণ করেন। বেগম মাসুদ আরা মমি, উপপ্রধান, এবছর প্রস্তাবিত ১১টি জেলা যথা-পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, নোয়াখালী, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম এবং মুন্সিগঞ্জ জেলায় এই অভিযান পরিচালনা হবে মর্মে সভায় উল্লেখ করেন। উল্লিখিত ১১টি জেলার সাথে চাঁদপুর ও পিরোজপুরসহ আরও ২টি জেলাকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য উপপরিচালক, (ঢাকা ও বরিশাল) সভায় অনুরোধ করেন। অভিযান সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রচার-প্রচারণা জোরদারকরণ, সদর দপ্তরে কন্ট্রোলরুম স্থাপনসহ মাঠ পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে বেগম মাসুদ আরা মমি, উপপ্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় অবহিত করেন।

৪। সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, র‍্যাব, নৌপুলিশ থেকে আগত প্রতিনিধিগণ প্রতিবছর পরিচালিত এই বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। সকলেই অভিযান পরিচালনার প্রস্তাবিত তারিখ এবং এলাকার বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন এবং এসংক্রান্ত বাজেট বৃদ্ধি করার বিষয়ে সভায় অনুরোধ জানান। নৌ পুলিশের প্রতিনিধি অভিযান পরিচালনার সময় জব্দকৃত মাছ, জাল বা অন্যান্য সরঞ্জাম dispose up করার জন্য আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট-এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার বিষয়ে সভায় অনুরোধ করেন। কোস্টগার্ডের প্রতিনিধি অভিযান পরিচালনায় এসংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সভায় উল্লেখ করেন।

৫। সভায় উপস্থিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ), কাজী ওয়াছি উদ্দিন জানান অভিযান শুরুর পূর্বে অবৈধ জাল ব্যবহারে দেশের মৎস্য সম্পদের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে তা তুলে ধরে প্রচার-প্রচারণা জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেণ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়য়ের যুগ্ম সচিব (মৎস্য), অসীম কুমার বালা অভিযান পরিচালনায় কৌশলী হয়ে অভিযান সফল করার জন্য সকলকে আহ্বান জানান।

৬। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গৃহীত হয়:

৬.১ মৎস্য সম্পদ ধ্বংসকারী বেহুন্দি ও অন্যান্য ক্ষতিকর অবৈধ জাল অপসারণে "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২০" দুই ধাপে পরিচালনা করা হবে। ১ম ধাপে -৭ জানুয়ারি হতে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ৭দিন এবং ২য় ধাপ-২১জানুয়ারি হতে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত ৮দিনসহ দুই ধাপে মোট ১৫দিন কম্বিং অপারেশন পরিচালনা করা হবে।

৬.২ চলতি সনে এই অভিযান পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, নোয়াখালী, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম এবং মুন্সিগঞ্জ জেলার সাথে পিরোজপুর ও চাঁদপুরে বাস্তবায়ন করা হবে।

৬.৩ "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২০" পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে প্রতিটি জেলার জন্য ১টি করে মোট ১৩টি মনিটরিং টিম গঠন করা হবে।

৬.৪ অভিযানে পরিচালনার তথ্য সংগ্রহের জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে কন্ট্রেল রুম খোলা হবে এবং বিভাগ ও জেলা পর্যায় হতে অভিযানের দৈনিক তথ্য সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

৬.৫ অভিযান পরিচালনা এবং জব্দকৃত মাছ, জাল বা অন্যান্য সরঞ্জাম dispose up করার জন্য নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, র‍্যাব এবং নৌপুলিশের সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট-এর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

৬.৬ অবৈধ জাল ব্যবহারের ফলে দেশের মৎস্যসম্পদের ওপর যে ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে তা তুলে ধরে প্রচার-প্রচারণা যথা- মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, ব্যানার লাগানো, জনসমাগম হয় এরূপ স্থানে পথনাট্য ও ডকুমেন্টারী প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং টিভিতে স্ক্রল আকারে বিজ্ঞপ্তি দেয়া যেতে পারে।

৬.৭ অভিযান শুরুর পূর্বেই বিভাগীয় উপপরিচালক এবং জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ অভিযান বাস্তবায়নে প্রস্তুতিমূলক সকল কার্যক্রম যেমন মাইকিং, ব্যানার লাগানো, নৌযান ভাড়া, জনবল সংগ্রহ ইত্যাদি সম্পাদন করবেন।

৬.৮ অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা করে অভিযান পরিচালনার ব্যয় বৃদ্ধি করতে হবে।

৬.৯ জনাব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য),মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় "বিশেষ কম্বিং অপারেশন-২০২০" এর সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

৭. সভাপতি এ বছরের অভিযান সফল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন এবং আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ৩০/১২/২০১৯ খ্রিঃ
(মোঃ রইছউল আলম মন্ডল)
সিনিয়র সচিব